গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা।

সংস্থা প্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি
সচিব
তারিখ : ২৩/৮/২০১৫ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

সভার শুরুতে উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ২৮/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদিঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৪.১	এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্তুত করণ।	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ০৯/৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে সচিব মহোদয় কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনের ০১(এক) সেট প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধান এবং অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সংস্থাপ্রধান এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের APA-এর প্রস্তাব মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি কর্তৃক তৈরীকৃত প্রতিবেদন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ৩০/৭/২০১৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) বাস্তবায়ন বিষয়ে গত ১৫/৬/২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে টিম প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের APA এর চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের APA এর খসড়া তৈরীর নিমিত্ত ১৭/৬/২০১৫ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের APA এর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সকল অধিদপ্তর থেকে হালনাগাদ তথ্য এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্টের নিকট দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা

		এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট ও উপসচিব (মৎস্য-১) সভাকে অবহিত করেন যে, APA এর একটি অন্যতম অংশ হলো মন্ত্রণালেয়ের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা। এ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অনেক তথ্যই এখন পর্যন্ত ওয়েবসাইটে দেয়া সম্ভব হয়নি। যেমন- এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আইন, বিভিন্ন কমিটির তথ্য, অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন টেন্ডার নোটিস ইত্যাদি হালনাগাদ তথ্য। তাই সকল অধিদপ্তর থেকে হালনাগাদ সকল তথ্য (নিকস ফন্টে টাইপ করে) এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্টের নিকট দ্রুত প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অপরদিকে, এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের হালনাগাদ (প্রকল্পের নাম, মেয়াদ, বরাদ্দ, বাস্তবায়নাধীন এলাকা ইত্যাদি) তথ্য এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কোষ থেকে আইসিটি ফোকাল পয়েন্টের নিকট দ্রুত প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৪.২	আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি।	উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, **(ক) <u>''মৎস্য কোয়ারেন্টাইন আইন, ২০১৫''</u>:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। **(খ) <u>প্রস্তাবিত ''মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৪:</u>** ''মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৪- এর উপর মতামত প্রদানের জন্য গত ১৬/০৮/২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ''মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা সংশোধনের জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে বিদ্যমান অধ্যাদেশ সংশোধনের জন্য মতামত দেয়া হয়েছে। **(গ) <u>''পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১২''</u>:** লেজিসলেটিভ বিভাগ উক্ত বিধিমালার একটি প্রাথমিক খসড়া (Rudimentary draft) প্রস্তুত করে মতামতের জন্য প্রেরণ করেছে। প্রস্তুতকৃত উক্ত বিধিমালার উপর মতামত প্রদানের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে খসড়া প্রেরণ করা হয়েছে। **(ঘ) <u>''বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৪''</u>:** ''বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৫'' এর সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হচ্ছে। **(ঙ) <u>''গো-চারণ ভূমি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা,২০১২''</u>:** সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সমবায় গো-চারণ ভূমিনীতি, ২০১১ এ ঘাস চাষ বৃদ্ধির জন্য আরো কোন ধারা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে যুক্তিসহ মতামত প্রেরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে। **(চ) <u>The Cruelty To Animal Act,1920 শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ</u>** প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৫ এর উপর মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আইনটি উন্মুক্ত করা হয়। গত ২১/০৭/২০১৫ ও পরবর্তিতে ০৬/০৮/২০১৫ পর্যন্ত মতামতের জন্য উন্মুক্ত রাখা হলেও কোন মতামত পাওয়া যায়নি। ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন মতামত পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট আইনের খসড়া পাঠিয়ে তাঁদের মতামত নেয়া যেতে পারে মর্মে	**(ক)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(খ)** অর্থ বিভাগের মতামত সংগ্রহের জন্য পুনঃতাগিদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(গ)** এ বিষয়ে সপ্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে মতামত দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঘ)** এ বিষয়ে দ্রুত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঙ)** সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সমবায় গোচারণ ভূমি নীতি-২০১১ এ কোন ধারা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে দ্রুত মতামত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(চ)** এ বিষয়ে দ্রুত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DLS/ DG, DOF/ অতিঃ সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ)/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)

		সচিব মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। **(ছ)** কারেন্ট জাল সম্পর্কে ইতিমধ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে ৪০৭/২০১৫ নং রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।	**(ছ)** কারেন্টজাল জব্দকরণ ও কারখানায় সীলগালা করার জন্য রিট মামলা হয়। সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৪.৩	জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন।	এ মন্ত্রণালয়ের যেসকল কর্মকর্তা এখনো FCDI প্রকল্প এলাকার কার্যক্রম পরিদর্শন করেননি তাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে পরিদর্শনপূর্বক সচিব বরাবর প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভাপতি মহোদয় পুনঃ নির্দেশনা প্রদান করেন। জুলাই ২০১৫ মাসে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	FCDI প্রকল্প নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
৪.৪	মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে (প্রাইভেট চ্যানেলসহ) টক-শো প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।	**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ২৩/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে রাত ৮:৩০ ঘটিকায় চ্যানেল-24 এর বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে বর্ষাকালে ইলিশ মাছ ও জেলেদের জীবনযাপন নিয়ে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। বিগত ২৫/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখ দুপুর ১:৩০ ঘটিকায় Independent TV চ্যানেলে হালদায় মাছের প্রজনন বিষয়ে একটি Live সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। বিগত ৩০/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশগ্রহণে **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫** উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ টকশো প্রচারিত হয়। **মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫** উপলক্ষে ৩১/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখ রাত ৮:৪৫ ঘটিকায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ ডকুমেন্টারি প্রচারিত হয়। বিগত ০৬/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে চ্যানেল-আই এর **প্রকৃতি ও জীবন** অনুষ্ঠানে মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। এছাড়া **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫** উদযাপনের অংশ হিসেবে বিগত ২৯/০৭/২০১৫ খ্রি তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক, ডেইলী স্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ ও দৈনিক সমকাল পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। বিগত ২৯/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫** উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার এ মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। এছাড়া **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫** উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন, র‍্যালী, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, পোনা অবমুক্তি ও সমাপনী অনুষ্ঠানের খবর বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচারিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সকাল ৭:৩০ মিনিটে ''বাংলার কৃষি'' অনুষ্ঠানে ৫ মিনিট ব্যাপী মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। বাংলাদেশ বেতারে প্রতি সপ্তাহে 'দেশ আমার মাটি আমার' ও 'সোনালী ফসল' নামে ১টি করে ২টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং মাসে মোট ৮টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত ও অধিক প্রচারের পাশাপাশি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে সংগৃহীত বিষয়াদি নিয়ে টক-শো আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DoF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

		সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-৭৮(১)/২০০৭/ ৩৬৪(১)/১ সংখ্যক স্মারকে শ্রাবণ-আশ্বিন/১৪২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ''দেশ আমার মাটি আমার'' এবং 'সোনালী ফসল' প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ''দেশ আমার মাটি আমার'' অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ শ্রাবণ মাসের ১ম সপ্তাহে বর্ষকালীন হাঁসের টিকা প্রদান কর্মসূচীর গুরুত্ব সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে বাদলা রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে বর্ষায় গবাদি পশুর ক্ষুরারোগ ও তাঁর প্রতিকার সম্পর্কে, ৪র্থ সপ্তাহে গরুর কলিজা কৃমি রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ''সোনালী ফসল'' অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা- ৬.০৫ মিঃ শ্রাবণ মাসের ১ম সপ্তাহে ভেড়ার চর্মরোগ দমন কার্যক্রম সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে গবাদিপশুর বাদলা রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে বর্ষাকালে মুরগির বাচ্চা পালনে করণীয় সম্পর্কে, ৪র্থ সপ্তাহে এনথ্রাক্স রোগে মৃত গবাদিপশুর সৎকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে।		
৪.৫	অডিট আপত্তি।	সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) সভাকে জানান যে, প্রাপ্ত কার্যপত্রের মধ্যে থেকে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, কক্সবাজারে গত ০৬-০৭ মে,২০১৫ তারিখে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মোট ৩৮টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৭টি সাধারণ অনুচ্ছেদ হওয়ায় বাণিজ্যিক অডিট অধিপদ্তর কর্তৃক আপত্তি করায় তা আলোচনায় আনা হয়নি। অবশিষ্ট ১১টি আপত্তিগুলোর মধ্যে হতে ০৪টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৭টির প্রমাণকসহ পূনরায় ব্রডশীট আকারে জবাব নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে অতিঃ সচিব (মৎস্য) সভাকে অবহিত করেন যে, বিভাগ ওয়ারী উপসচিবগণকে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সকলকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। অডিট আপত্তিগুলো ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সচিব মহোদয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্ত দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের জন্য অন্যান্য দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা দ্রুত কার্যপত্র প্রেরণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪)
৪.৬	পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ''সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।'' এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে, **<u>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ</u>** জুলাই ২০১৫ মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০১ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৪ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। **<u>মৎস্য অধিদপ্তরঃ</u>** চলতি মাসে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ০৩টি পেনশন কেইস পাওয়া গেছে এবং উক্ত কেইসগুলি অডিট সংক্রান্ত মতামতের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অডিট (প্রশাসন-৪) শাখায় প্রেরণ	অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১)

		করা হয়েছে।		
৪.৭	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ।	**(১) <u>মৎস্য অধিদপ্তরঃ</u>** উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলোর বিষয়ে এনবিআর-এর সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছেন। **(২) <u>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ</u>** উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪) সভায় জানান যে, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪) সভায় জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমাকরণ, ব্যবহার ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮/০১/২০০৬ খ্রিঃ ৭২১ সংখ্যক স্মারকের পরিপত্রের বিধান অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে TO&E-তে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি বিবেচনার কোন সুযোগ নেই মর্মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গত ১১/০২/২০১৫ তারিখে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। (৩) **<u>বিএলআরআইঃ</u>** মহাপরিচালক, বিএলআরআই সভায় জানান যে, এটক-১৮৪ নম্বর মাইক্রোবাসটির মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থনৈতিক কোড প্রদানের প্রেক্ষিতে সিডি ভ্যাট কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম-এর সরকারি কোষাগারে সিডি ভ্যাট জমা দেয়া হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় উল্লেখিত গাড়ীটিকে TO&E ভূক্ত করা যায়।	এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার হলুদ প্লেটের গাড়িগুলো নিষ্পত্তির জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ ও এনবিআর-এর সাথে একটি যৌথ সভা আহবান করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৪.৮	মানব সম্পদ উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম।	উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভায় জানান যে, বিগত সরকারের ০৫ বছর মেয়াদে এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ সভা/ সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে (ছবিসহ) অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবসম্পদের যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার তথ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এ বিষয়ে সকল দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা থেকে তথ্য পাওয়া গেছে।	বিগত সরকারের ০৫ বছর মেয়াদে মানব সম্পদ উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপপরিচালক, মপ্রাতদ/ উপসচিব (প্রশাসন-২)

<u>অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ</u>

৫। <u>মৎস্য অধিদপ্তরঃ</u>

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাসত্মবায়নে
৫.১	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত।	উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।
৫.২	মৎস্য অধিদপ্তরের ক্ষেত্রসহকারীদের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী ০১ জুলাই,২০১৫ থেকে মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ থেকে ক্ষেত্রসহকারীদের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হবে।	আগামী ০১ জুলাই,২০১৫ থেকে ক্ষেত্রসহকারীদের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১/ বাজেট/ প্রাণিসম্পদ-৩)।

৫.৩	মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।	উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর হতে ১৫৩১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৯/৮/২০১৫ তারিখের ৪৫৫ সংখ্যক পত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ

<table>
<tr><th>নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৬.১</td><td>ক্ষুদ্র মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন।</td><td>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><td>খামার</td><td>জুন/ ১৫ পর্যন্ত</td><td>-</td><td>২০১৪-১৫ পর্যন্ত সর্বমোট</td></tr>
<tr><td>গাভীর খামার</td><td>৫৭৯৩৭</td><td>-</td><td>৫৭৯৩৭</td></tr>
<tr><td>ছাগলের খামার</td><td>৩,৯০১</td><td>-</td><td>৩,৯০১</td></tr>
<tr><td>ভেড়ার খামার</td><td>৩,৬১১</td><td>-</td><td>৩,৬১১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬৫,৪৪৯</td><td>-</td><td>৬৫,৪৪৯</td></tr>
<tr><td>ব্রিয়লার খামার</td><td>৫৩,৮৩৪</td><td>-</td><td>৫৩,৮৩৪</td></tr>
<tr><td>লেয়ার খামার</td><td>১৮,৩০৫</td><td>-</td><td>১৮,৩০৫</td></tr>
<tr><td>হাঁস খামার</td><td>৭,৬৭৭</td><td>-</td><td>৭,৬৭৭</td></tr>
<tr><td>হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক</td><td>১৪৩</td><td>-</td><td>১৪৩</td></tr>
<tr><td>মোট হাঁস-মুরগীর খামার</td><td>৭৯,৯৫৯</td><td>-</td><td>৭৯,৯৫৯</td></tr>
<tr><td>সর্বমোট খামার</td><td>১,৪৫,৪০৮</td><td>-</td><td>১,৪৫,৪০৮</td></tr>
</table>
পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে।
(ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
ফিড মিল জুন/২০১৫ পর্যন্ত ৯৬টি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এবং ৪৫টি আবেদনপত্র রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন)টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান</td><td>দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।</td><td>DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-২)/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)</td></tr>
</table>

		আছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খামারের রেজিস্ট্রেশন ফি পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ এর ১৯(২) ধারা সংশোধনের প্রস্তাব এ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য-২ (আইন) অধিশাখা হতে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।		
৬.২	ঝিনাইদহে ভেটেরিনারি কলেজের নিয়োগ।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ঝিনাইদহে ভেটেরিনারি কলেজের কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।	দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	যুগ্মপ্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রাস)/ DG, DLS
৬.৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজনের বিষয়ে আইনগত কোন বাধা নেই মর্মে এ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয় হতে মতামত পাওয়া গেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবনা-২০১২ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গত ২২/৭/২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে।	বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১)
৬.৪	গরু রিষ্টপুষ্টকরণ।	আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে গরু রিষ্টপুষ্টকরণে নিষিদ্ধ স্টেরয়েড ব্যবহার প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ইউনিয়ন পর্যন্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কেহ যাতে এধরনের স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ক্রয়-বিক্রয় করতে না পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। আসন্ন কোরবানি উপলক্ষ্যে সুস্থ গবাদিপশু ক্রয়ে জনগণকে সহায়তা করার নিমিত্ত পশুর হাটে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ভেটেরিনারি সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	গরু রিষ্টপুষ্টকরণ কাজে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার প্রতিরোধকল্পে ইউনিয়ন পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রচারনা, স্টেরয়েড ক্রয়-বিক্রয় প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আসন্ন কোরবানি উপলক্ষ্য পশুর হাটে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরিক্ষার জন্য ভেটেরিনারি সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	DG, DLS/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

৭। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা/ অগ্রগতি	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৭.১	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে কর্মরত ১১+৪=১৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদের অনুমোদন।	উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ১১টি পদ ভূতাপেক্ষভাবে সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি এবং উক্ত সম্মতি পত্রে প্রদত্ত শর্তানুযায়ী এ মন্ত্রণালয় হতে ০৬/৫/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় সম্মতির জন্য সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ১১/৫/২০১৫ তারিখের পত্রে প্রস্তাবটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের	বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপসচিব (প্রাস-২)

		বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বেতন স্কেল নির্ধারণ সংক্রান্ত পত্র ও অর্গানোগ্রামের কপি (প্রস্তাবিত পদগুলি ভিন্ন কালিতে প্রদর্শনসহ) সংযুক্ত করে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করে। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৭/৫/২০১৫ ও ২৭/৫/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের পদসমূহের নাম, পদ সংখ্যা, বেতন স্কেল ও গ্রেড উল্লেখপূর্বক স্কেল ভেটিং এর প্রস্তাব প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে অনুরোধ করা হয়। রেজিস্টার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল গত ৩০/৬/২০১৫ তারিখে ১০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বেতন স্কেল ও গ্রেডের প্রস্তাব প্রেরণ করলে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৮/৭/২০১৫ তারিখে ১০টি পদের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিং নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।		

৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৮.১	নিয়োগবিধি অনুমোদন।	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৬/৫/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১১শ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।	বিষয়টি Followup করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

৯। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৯.১	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি।	উপসচিব (মৎস্য-৫) সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে।	বিষয়টি Followup করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫)

১০। বিবিধঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১০.১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ	**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং	সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

	বাস্তবায়ন।	১। বহিঃ বিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে মাংস রপ্তানী নিম্নরুপঃ জুলাই/১৪ হতে মে /১৫ পর্যন্ত বিদেশে মাংস রপ্তানী: ৯৪,২৬৪.৮০ কেজি জুন/১৫ বিদেশে মাংস রপ্তানী: ২০,০০০ কেজি সর্বমোট বিদেশে মাংস রপ্তানী: ১,১৪,২৬৪.৮০ কেজি ২। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে <u>সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ</u> জুলাই/১৪ হতে মে/১৫ পর্যন্ত সিমেন উৎপাদন: ৩২,৩৩১২৭ মাত্রা জুন/১৫ সিমেন উৎপাদন: ৪,৮৬,৪১৭ মাত্রা সর্বমোট সিমেন উৎপাদন: ৩৭,১৯,৫৪৪ <u>২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ</u> জুলাই/১৪ হতে মে/১৫ পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা: ২৮,৪১,১৬২ টি জুন/১৫ কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা: ৪,০৮৯৮৬ টি সর্বমোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা: ৩২,৫০,১৪৮ টি ৩। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় পনির উৎপাদনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। ৪। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৯৭টি মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ২৯টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। জাত উন্নয়নের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলছে। ৫। সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ভেড়া পালনকারীদেরকে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪৯টি উপজেলায় ৪,৮২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে ৪৮২০টি ভেড়ার খামারের উন্নয়ন হয়েছে। এ ছাড়া ২৯ টি জেলায় দরিদ্র ভেড়ার খামারীদের সেড নির্মানে সহায়তা হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং জেলায় ৭৮ জন সফল ভেড়ার খামারীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৩০০ খামারীকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্যে নিষিদ্ধ হেভীমেটাল (ক্রোমিয়াম), কেমিক্যালস (ফরমালিন), ঔষধ ইত্যাদি ভেজাল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্যক্রম চলমান আছে। তদনুযায়ী প্রশাসনের সহযোগিতা ও বিভাগীয় উদ্যোগে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারনা, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য উৎস্যে ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিদর্শন/ মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য নমূনা পরিক্ষার জন্য গবেষণাগারে	পরবর্তী সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

প্রেরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। জুলাই/২০১৫ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা - ৬৯ টি
২। জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান - ৫,৬৫,১০০ কেজি
৩। বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান - ৪৫,৬০০ কেজি
৪। মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা - ৩২ জন
৫। আদায়কৃত জরিমানার পরিমান - ১৯,৪৪,০০২ টাকা
৬। খাদ্য নমুনা পরিক্ষার সংখ্যা - ৪১৭ টি
৭। পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণঃ

Establishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

মৎস্য অধিদপ্তরঃ- ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। বিগত চার বছরে হিমায়িত (Frozen) মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ নিম্নরূপ:

আর্থিক বছর	মোট পরিমান (মে.টন)	মূল্য (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)
২০১১-১২	৬৩,৫২০.২৬	৫১৩.২৮
২০১২-১৩	৬১,৭৬৭.৯৯	৪৭৪.৯৩
২০১৩-১৪	৫৯,৩১২.৮৪	৫৭৩.৯৯
২০১৪-১৫ এপ্রিল মাস পর্যন্ত	৫৪৯৩৪.৩৮	৫৪১.৮০

বিগত চার বছরে বরফায়িত (Chilled)মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ নিম্নরূপ:

আর্থিক বছর	মোট পরিমান (মে.টন)	মূল্য (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)
২০১১-১২	১৯,০২৬	৬৬.২২
২০১২-১৩	১১,৮৩১	৩১.৭৫
২০১৩-১৪	৫০২১.২২	১১.৪৭
২০১৪-১৫ এপ্রিল মাস পর্যন্ত	১১৬২৯.৩০	২২.৭৬

এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী।
বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরেণে ইতিমধ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প বাসত্মবায়ন করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ইলিশের উৎপাদন ২ লক্ষ ৯৮ হাজার মে. টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ০৩ লক্ষ ৫১ হাজার মে. টন উন্নিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে এ উৎপাদন ৩ লক্ষ ৮৫

		হাজার মে. টন উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Value Added করে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পাঠানো হয় যেমন- Cooked, Chilled, Frozen, Smaked, head on shell on, Peeled and divine ইত্যাদি। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের প্রায় ৭০% ভাগই Value Added হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ হতে দেশের বাইরে কাঁকড়া, কুচিয়া ইতিমধ্যে রপ্তানি করা হয়। বিগত অর্থ বছরে (২০১৩-১৪) কাঁকড়া, কুচিয়া রপ্তানির পরিমাণ ছিলঃ ৭,৭০৬.৯১ মে. টন ও মূল্য ছিল ২,১২,২২,৫২৭.০০ ইউ,এস, ডলার। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩১/৩/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বিপন্ন প্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বিগত ০৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৫৪৩টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ০৫ বছরে স্থাপিত ৫৪৩টি অভয়াশ্রমসহ দেশব্যাপি প্রায় ৫৫০টি অভয়াশ্রম স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক সফলতার সহিত পরিচালিত হচ্ছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা- চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংড়া, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু, পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় "মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প" জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রপ্তানিযোগ্য মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে পিসিআর (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।		
১০.২	বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	উপসচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ০৭/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিকট প্রাপ্য বকেয়া করের একটি তালিকা উপস্থাপন করেন। উক্ত তালিকায় এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নবর্ণিত সংস্থার নিকট নিমণবর্ণিত পরিমাণ ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া আছেঃ (ক) মৎস্য অধিদপ্তর = ৬৪৩৪৮৭৭৫/- (খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর = ১৩৪৩৮৭৬/- (গ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমি = ১০৫১৪/- **সর্বমোট = ৬৫৭০৩১৬৫/-** (ছয় কোটি সাতান্ন লক্ষ তিন হাজার একশত পয়ষট্টি টাকা)। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন জেলা দপ্তরসমুহে, উপজেলা দপ্তরসমুহে এবং ঢাকা চিড়িয়াখানার বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর	বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ ও এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার ভূমির মালিকানা নির্ধারণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DLS/ DG, DOF/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/ অতিঃসচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ উপসচিব (বাজেট)

		পরিশোধ করা হয়েছে। **<u>মৎস্য অধিদপ্তরঃ</u>** মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১১৭.২২.০০১.১৪.৯২৬ তারিখ ০১/০১/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ১৭টি ইউনিটে পত্র দিয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, ১৪২০ বাংলা সন পর্যন্ত কোন দপ্তরে ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া নাই। চলতি ১৪২১ সালে "৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮১১-কোডে ২৪টি দপ্তরে ১,৭০,২৫০/-টাকা এবং "৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮১১-কোডে ৩৭টি দপ্তরে ৪,৫১,০১৮/-টাকার চাহিদা রয়েছে। যা ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উপরন্ত ৪৪৩১ কোডে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট-এর দপ্তরে মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাংলা ১৪১৭-১৪২০ সাল পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি এবং ৪৪৩২ কোডে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মীরসরাই, চট্টগ্রাম (মীরসরাই মিনি হ্যাচারি)-এর দপ্তরে বাংলা ১৩৯৬-১৪২০ সাল পর্যন্ত ৪,৭০,৫৯৯/-টাকা ও খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, লালমনিরহাট সদর দপ্তরে বাংলা ১৩৯৫-১৪০৫ সাল পর্যন্ত ১,৪৮,১৪৯/- টাকা গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের নিকট পাওনা থাকায় ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া রয়েছে। সর্বোপরি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কোন দপ্তরে ভূমি উন্নয়ন কর খাতে বকেয়া নেই।		

১১। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৭/৮/২০১৫
(শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি)
সচিব